ishwarerain.org

পরিশিষ্ট ৮চ: কমিউনিয়ন সেবা — যীশুর শেষ ভোজ ছিল পাসওভার

এই পৃষ্ঠাটি একটি ধারাবাহিক অধ্যয়নের অংশ, যেখানে ঈশ্বরের সেই আইনসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেগুলো কেবল তখনই পালন করা সম্ভব ছিল, যখন যিরুশালেমে মন্দির বিদ্যমান ছিল।

- পরিশিষ্ট ৮ক: মন্দিরের প্রয়োজন হয় এমন ঈশ্বরের আইনসমূহ
- পরিশিষ্ট ৮খ: বলিদানসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮গ: বাইবেলীয় উৎসবসমূহ — কেন আজ একটি-ও পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮ঘ: শুদ্ধিকরণের আইনসমূহ — মন্দির ছাড়া কেন সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮ঙ: দশমাংশ ও প্রথম ফল — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮চ: কমিউনিয়ন সেবা — যীশুর শেষ ভোজ ছিল পাসওভার (এই পৃষ্ঠা)।
- পরিশিষ্ট ৮ছ: নাজারীয় ও মানতের আইনসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮জ: মন্দির-সংক্রান্ত আংশিক ও প্রতীকী আনুগত্য
- পরিশিষ্ট ৮ঝ: ক্রুশ এবং মন্দির

কমিউনিয়ন সেবা এই ধারাবাহিকের সবচেয়ে শক্তিশালী উদাহরণগুলোর একটি, কারণ এটি সেই বিষয়টিই প্রকাশ করে যা আমরা দেখাচ্ছি: ঈশ্বর যখন মন্দির, বেদী এবং লেবীয় যাজকত্ব অপসারণ করলেন, তখন কিছু আদেশ পালন করা অসম্ভব হয়ে গেল—আর মানুষ সেই ফাঁক পূরণ করতে “প্রতীকী আনুগত্য” তৈরি করল। ঈশ্বরের আইন কখনোই বলিদান বা পাসওভারের বদলে পুনরাবৃত্ত রুটি-ও-দ্রাক্ষারসের কোনো আচার আদেশ করেনি। যীশু কখনোই মন্দির-সংক্রান্ত আইনগুলো বাতিল করেননি, এবং তিনি এগুলোর বদলে নতুন কোনো আচার স্থাপনও করেননি। আজ বহু মানুষ যেটিকে “প্রভুর ভোজ” বলে, তা তোরাহ থেকে প্রাপ্ত কোনো আদেশ নয় এবং এটি ঈশ্বরের কোনো মন্দির-স্বাধীন আইনও নয়। এটি যীশু তাঁর শেষ পাসওভারে কী করেছিলেন—তার ভুল বোঝাবুঝির উপর দাঁড়ানো একটি মানবীয় অনুষ্ঠান।

আইনের ধারা: বাস্তব বলিদান, বাস্তব রক্ত, বাস্তব বেদী

আইনের অধীনে ক্ষমা ও স্মরণ কখনোই বলিদান ছাড়া প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কেন্দ্রীয় ধারা স্পষ্ট: পাপের বিষয়টি মোকাবিলা হয় যখন বাস্তব রক্ত ঈশ্বর নির্ধারিত স্থানে একটি বাস্তব বেদীতে উপস্থাপিত হয় (লেবীয় পুস্তক 17:11; দ্বিতীয়

বিবরণ 12:5-7)। এটি দৈনিক বলিদান, পাপার্থক বলিদান, হোমবলি এবং পাসওভার মেষ—সবকিছুর ক্ষেত্রেই সত্য (**নির্গমন** 12:3-14; দ্বিতীয় বিবরণ 16:1-7)।

পাসওভারের ভোজ কোনো ইচ্ছেমতো "স্মরণ-সেবা" ছিল না। এটি ছিল ঈশ্বর-আদেশিত একটি নির্দিষ্ট রীতি, যার মধ্যে ছিল:

- একটি বাস্তব মেষ, নির্দোষ
    - **নির্গমন** 12:3 — ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ী প্রতিটি পরিবারকে একটি মেষ নিতে হতো।
    - **নির্গমন** 12:5 — মেষটি হতে হবে নির্দোষ—প্রথম বছরের একটি পূর্ণাঙ্গ পুরুষ।
- বাস্তব রক্ত, ঈশ্বর যেমন আদেশ করেছেন ঠিক তেমনভাবে ব্যবহৃত
    - **নির্গমন** 12:7 — তাদের মেষের রক্ত নিতে হবে এবং দরজার চৌকাঠ ও উপরের কপাটে লাগাতে হবে।
    - **নির্গমন** 12:13 — রক্ত তাদের জন্য চিহ্ন হবে; যেখানে বাস্তব রক্ত লাগানো থাকবে, সেখানেই ঈশ্বর "অতিক্রম" করবেন।
- খামিরবিহীন রুটি এবং তিতা শাক
    - **নির্গমন** 12:8 — তাদের মেষটি খামিরবিহীন রুটি ও তিতা শাকের সঙ্গে খেতে হবে।
    - দ্বিতীয় বিবরণ 16:3 — সাত দিন কোনো খামিরযুক্ত রুটি খাওয়া যাবে না; কেবল দুঃখের রুটি।
- একটি নির্দিষ্ট সময় ও ধারাবাহিকতা
    - **নির্গমন** 12:6 — চতুর্দশ দিনে গোধূলিতে মেষটি জবাই করতে হবে।
    - লেবীয় পুস্তক 23:5 — প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে নির্ধারিত সময়ে পাসওভার।

পরে ঈশ্বর পাসওভারকে কেন্দ্রীভূত করলেন: মেষ আর কোনো নগরে উৎসর্গ করা যেত না, বরং কেবল সেই স্থানে যেখানে তিনি বেছে নিয়েছেন, তাঁর বেদীর সামনে (দ্বিতীয় বিবরণ 16:5-7)। পুরো ব্যবস্থাই মন্দিরের উপর নির্ভরশীল ছিল। বলিদান ছাড়া "প্রতীকী পাসওভার" বলে কিছু ছিল না।

ইস্রায়েল কীভাবে মুক্তি স্মরণ করত

ঈশ্বর নিজেই নির্ধারণ করেছিলেন, ইস্রায়েল কীভাবে মিশর থেকে মুক্তির স্মরণ করবে। এটি কোনো সাধারণ ধ্যান বা প্রতীকী ভঙ্গি ছিল না; এটি ছিল ঈশ্বর আদেশ করা বার্ষিক পাসওভার সেবা (**নির্গমন** 12:14; **নির্গমন** 12:24-27)। শিশুদের জিজ্ঞেস করতে হতো, "এই সেবার অর্থ কী?" এবং উত্তরটি মেষের রক্ত এবং সেই রাতে ঈশ্বরের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল (**নির্গমন** 12:26-27)।

যখন মন্দির ছিল, বিশ্বস্ত ইস্রায়েল যিরুশালেমে উঠত, উপাসনালয়ে মেষ জবাই করাত, এবং ঈশ্বর যেমন আদেশ করেছেন তেমনভাবেই পাসওভার পালন করত (দ্বিতীয় বিবরণ 16:1-7)। কোনো নবী কখনো ঘোষণা করেননি যে, একদিন এটি জাতিদের নানা ভবনে এক টুকরা রুটি ও এক চুমুক দ্রাক্ষারস দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে। আইন এই প্রতিস্থাপন চেনে না। আইন শুধু ঈশ্বর নির্ধারিত পাসওভারকেই চেনে।

যীশু এবং তাঁর শেষ পাসওভার

সুসমাচারগুলো স্পষ্ট: যেদিন যীশু বিশ্বাসঘাতকতার রাতে শিষ্যদের সঙ্গে আহার করলেন, সেটি ছিল পাসওভার—অন্য কোনো নতুন অ-ইহুদি অনুষ্ঠান নয় (মথি 26:17-19; মর্ক 14:12-16; লূক 22:7-15)। তিনি পিতার আদেশে সম্পূর্ণ আনুগত্যের মধ্যে চলছিলেন, ঈশ্বর নির্ধারিত সেই একই পাসওভার পালন করছিলেন।

সেই টেবিলে যীশু রুটি নিয়ে বললেন, “এটি আমার দেহ,” এবং পানপাত্র নিয়ে তাঁর রক্ত—চুক্তির রক্ত—সম্বন্ধে বললেন (মথি 26:26-28; মর্ক 14:22-24; লূক 22:19-20)। তিনি পাসওভার বাতিল করছিলেন না, বলিদান বাতিল করছিলেন না, বা জাতিদের জন্য নতুন ধর্মীয় সেবার আইন লিখছিলেন না। তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন যে, তাঁর নিজের মৃত্যু—ঈশ্বরের সত্য মেষ হিসেবে—আইন যা আগে থেকেই আদেশ করেছিল তার সবকিছুকে পূর্ণ অর্থ দেবে।

তিনি যখন বললেন, “আমার স্মরণার্থে এটি করো” (লূক 22:19), তখন “এটি” ছিল তারা যে পাসওভার ভোজ খাচ্ছিল—আইন, মন্দির এবং বেদী থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো নতুন অনুষ্ঠান নয়। তাঁর মুখ থেকে কোথাও এমন কোনো আদেশ নেই যে, জাতিদের জন্য একটি নতুন, মন্দির-স্বাধীন আচার স্থাপন করা হলো যার নিজের সময়সূচি, নিজের নিয়ম, এবং নিজের ধর্মগুরু থাকবে। তিনি আগেই বলেছেন, তিনি আইন বা নবীদের বাতিল করতে আসেননি, এবং আইনের ক্ষুদ্রতম আঁচড়ও লুপ্ত হবে না (মথি 5:17-19)। তিনি কখনো বলেননি, “আমার মৃত্যুর পরে পাসওভার ভুলে যাও এবং তার বদলে যেখানে আছ সেখানে রুটি-ও-দ্রাক্ষারসের সেবা চালু করো।”

মন্দির অপসারিত হলো, আইন বাতিল নয়

যীশু মন্দিরের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (লূক 21:5-6)। এটি খ্রিস্টাব্দ 70 সালে ঘটলে বলিদান বন্ধ হলো, বেদী অপসারিত হলো, এবং লেবীয় সেবাকার্য শেষ হলো। কিন্তু এটি আইন বাতিল করা নয়। এটি ছিল বিচার। বলিদান ও পাসওভার সম্পর্কিত আদেশগুলো এখনও লিখিত আছে—অক্ষত। সেগুলো কেবল এজন্যই পালন করা অসম্ভব, কারণ ঈশ্বর সেই ব্যবস্থা অপসারণ করেছেন যার মধ্যে এগুলো কার্যকর হতো।

মানুষ কী করল? ঈশ্বর কিছু আইনকে “সম্মান করতে হবে কিন্তু পালন করা যাবে না”—এই বাস্তবতা গ্রহণ করার বদলে, ধর্মীয় নেতারা একটি নতুন আচার তৈরি করল—কমিউনিয়ন সেবা—এবং ঘোষণা করল যে তাদের উদ্ভাবনই এখন যীশুকে “স্মরণ” করার এবং তাঁর বলিদানে “অংশ নেওয়ার” পথ। তারা পাসওভার টেবিলের রুটি ও পানপাত্র নিয়ে মন্দিরের বাইরে, আইনের বাইরে, ঈশ্বর আদেশ করেননি এমন কিছুর বাইরে একটি সম্পূর্ণ নতুন কাঠামো দাঁড় করাল।

কমিউনিয়ন সেবা কেন প্রতীকী আনুগত্য

প্রায় সর্বত্র কমিউনিয়ন সেবাকে মন্দিরের বলিদান ও পাসওভারের বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। মানুষকে বলা হয়—গির্জা ভবনে বা কোনো ভবনে—রুটি খেয়ে এবং দ্রাক্ষারস (বা জুস) পান করে তারা নাকি খ্রিস্টের আদেশ পালন করছে এবং আইন যা ইঙ্গিত করেছিল তা পূরণ করছে। কিন্তু এটি ঠিক সেই ধরনের প্রতীকী আনুগত্য যা ঈশ্বর অনুমোদন দেননি।

আইন কখনো বলেনি, বেদী ছাড়া এবং রক্ত ছাড়া একটি প্রতীক আদেশকৃত বলিদানকে প্রতিস্থাপন করতে পারে। যীশু কখনো বলেননি। নবীরাও বলেননি। এমন কোনো আইন নেই যা নির্ধারণ করে:

- এই নতুন কমিউনিয়ন কত ঘন ঘন করতে হবে
- কে পরিচালনা করবে
- কোথায় করতে হবে
- কেউ কখনো অংশ না নিলে কী হবে

ফরিশী, সদ্দূকী এবং শাস্ত্রীদের মতোই—এই সব বিস্তারিত মানুষই উদ্ভাবন করেছে (মর্ক 7:7-9)। এই অনুষ্ঠানের উপর সম্পূর্ণ ধর্মতত্ত্ব দাঁড় করানো হয়েছে—কেউ একে “সাক্রামেন্ট” বলে, কেউ “চুক্তি নবায়ন” বলে—কিন্তু এর কোনোটাই ঈশ্বরের আইন থেকে বা সুসমাচারে যীশুর কথাবার্তা থেকে আসে না, যখন সেগুলো তাদের প্রেক্ষাপটে বোঝা হয়।

ফলাফল দুঃখজনক: অসংখ্য মানুষ বিশ্বাস করে তারা নাকি ঈশ্বরের “আনুগত্য” করছে এমন এক আচার পালন করে যা তিনি কখনো আদেশ করেননি। সত্য মন্দির-আইনগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু ঈশ্বর মন্দির অপসারণ করেছেন বলে এগুলো পালন করা অসম্ভব; আর মানুষ ভয় ও বিনয়ে এই সত্যকে সম্মান করার বদলে জেদ করে বলে যে একটি প্রতীকী সেবা নাকি তাদের স্থানে দাঁড়াতে পারে।

নতুন আইন উদ্ভাবন না করে যীশুকে স্মরণ করা

শাস্ত্র আমাদেরকে মসিহের আরোহনের পরে তাঁকে কীভাবে সম্মান করতে হবে—সে বিষয়ে দিশাহীন রাখে না। যীশু নিজেই বলেছেন, “তোমরা যদি আমাকে ভালোবাস, তবে আমার আদেশগুলো পালন করবে” (যোহন 14:15)। তিনি আরও জিজ্ঞেস করেছেন, “তোমরা কেন আমাকে ‘প্রভু, প্রভু’ বলে ডাকো, অথচ আমি যা বলি তা করো না?” (লূক 6:46)।

তাঁকে স্মরণ করার পথ উদ্ভাবিত অনুষ্ঠান নয়, বরং তাঁর আগমনের আগে নবীদের মাধ্যমে এবং মসিহের নিজের মাধ্যমে পিতা যা বলেছেন—তার প্রতি আনুগত্য।

যা পালন করা যায় তা আমরা পালন করি, আর যা পারি না তা সম্মান করি

আইন অক্ষত রয়েছে। পাসওভার এবং বলিদান ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বিধান হিসেবে এখনও লিখিত আছে, কিন্তু ঈশ্বর নিজে মন্দির, বেদী এবং যাজকত্ব অপসারণ করেছেন বলে এখন সেগুলো পালন করা অসম্ভব। কমিউনিয়ন সেবা এই বাস্তবতা বদলায় না। এটি প্রতীকী রুটি ও প্রতীকী দ্রাক্ষারসকে আনুগত্যে পরিণত করে না। এটি মন্দির-আইন পূরণ করে না। এটি তোরাহ থেকে আসে না, এবং যীশু জাতিদের জন্য কোনো নতুন, স্বাধীন বিধান হিসেবে এটি আদেশ করেননি।

আজ আমরা যা পালন করতে পারি তা পালন করি—যে আদেশগুলো মন্দিরের উপর নির্ভর করে না। আর যা পালন করতে পারি না, তা সম্মান করি—বিকল্প উদ্ভাবন করতে অস্বীকার করে। কমিউনিয়ন সেবা হলো মানুষের সেই প্রচেষ্টা যা ঈশ্বর নিজেই সৃষ্টি করা একটি ফাঁক পূরণ করতে চায়। সদাপ্রভুর সত্য ভয় আমাদেরকে এই আনুগত্যের ভ্রম প্রত্যাখ্যান করতে এবং তিনি সত্যিই যা আদেশ করেছেন তার কাছে ফিরিয়ে আনে।